কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 14 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল

অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর হার কমাতে হবে

আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। সব মিলিয়ে এবার পাসের হার ৭৪.৭০ শতাংশ, যা গতবারের চেয়ে ৫.১০ শতাংশ বেশি। এইচএসসি ও সমমানে এবার জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও গতবারের তুলনায় বেড়েছে ১৫ হাজার ৩৮২। এবারের ফল উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক ও শিক্ষকদের স্বভাবতই খুশি করবে। কিন্তু অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য এ ফল বয়ে আনবে একরাশ হতাশা। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের অভিনন্দন। প্রতিবছর শিক্ষার্থীর সংখ্যার সঙ্গে পাসের হার বৃদ্ধি অবশ্যই ইতিবাচক। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করতে হয়, শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মফস্বলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফারাকও চোখে পড়ার মতো। শতভাগ পাস করেছে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন রয়েছে, তেমনি খারাপ ফল করেছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কম নয়। তবে এটা সত্য, লেখাপড়া ও ভালো ফল অর্জনের বিষয়ে দেশজুড়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহ অনেক বেড়েছে। কিছু কলেজে শিক্ষার মান উন্নত। এবার দেশের ৮৪৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শতভাগ পাস করেছে। গতবার এই সংখ্যা ছিল এক হাজার ১৩৩। শতভাগ পাসের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবার কমেছে। তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালো ফল করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি হয়েছে। আমাদের শিক্ষার জন্য এসবই ইতিবাচক। একই সঙ্গে দুঃখজনক খবর হলো, দেশের ২৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো শিক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৩৫। এবার সংখ্যা কমেছে; কিন্তু শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কেন কোনো শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পারেনি তা দেখা দরকার।

উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের সামনে এখন নতুন পরীক্ষা, উচ্চশিক্ষায় ভর্তি। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে একটি অংশ হয়তো দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে। কিন্তু বাকিরা যাবে কোথায়? প্রতিবছর যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসছে তাদের উচ্চশিক্ষার বিষয়টিও আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যায় অনেক। কিন্তু সব অভিভাবক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ সংকুলান করতে পারবেন না। অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোর লেখাপড়ার মান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নয়। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গরিব কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করলে অনেকেই আগ্রহী হবে। আবার এটাও ঠিক যে এইচএসসির পর শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মেডিক্যাল কলেজে পড়তে হবে, এমন কোনো কথা নেই। দেশে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটলে শিক্ষার্থীদের অনেকেই সেদিকে দৃষ্টি দিতে পারে।

দেশে যে দু-একটি ক্ষেত্রে আমরা আশার আলো দেখতে পাই তার মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। নকলের উৎসবের যুগ পেরিয়ে আমরা পরীক্ষায় কমবেশি সৃজনশীল হতে পেরেছি। তবে প্রশ্ন ফাঁসের দৌরাত্ম্য একেবারে কমিয়ে আনা গেছে, এমন কথা বলা যাবে না। গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য কমিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। তার পরও ইতিবাচক ফল আমাদের আশাবাদী করে। ভবিষ্যতে ফল আরো ভালো হবে, অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে, এই প্রত্যাশা আমাদের।